

এইচ এস সি বাংলা

রক্তে আমার অনাদি অস্থি দিলওয়ার

প্রশ্ন ▶ ১ পরাধীনতার বেদনা অনেক ক্ষতের সৃষ্টি করে। যারা পরিশ্রমী, শক্তিমান, সাহসী সাধক ও দেশপ্রেমী পরাদীনতার গ্লানি তাদেরকে বেশি সময় ধরে আচ্ছন্ন করতে পারে না। বাংলাদেশের মাটি, নদ-নদী, প্রকৃতি এবং সমুদ্রের মধ্যেই রয়েছে আমাদের জাতির প্রাণ। এ সবার স্বচ্ছলতা, সমৃদ্ধি-সম্পদের গুণে আমরা দূর করতে পারি যে কোনো অপশক্তিকে।

[বিশাল ক্যাভেট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৮]

- ক. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি'— এর অর্থ কী? ১
খ. গণমানবের প্রতি কবি দিলওয়ার কেন প্রেম বোধ করেন? ২
গ. উদ্দীপকের বস্তব্যের সাথে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কী সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? তা উল্লেখ করো। ৩
ঘ. "বাংলাদেশের মাটি, নদ-নদী, প্রকৃতি এবং সমুদ্রের মধ্যেই রয়েছে আমাদের জাতির প্রাণ।"— উদ্ভূতিটি 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' এর অর্থ হচ্ছে জাতিসত্তার শোণিত এবং অস্থি কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে আছেন।

খ. গণমানব সাহসী ও জাতীয়তাবোধে উদ্ভূত বলে কবি দিলওয়ার তাদের প্রতি প্রেমবোধ করেন।

বাঙালি প্রান্তিক জনগণ তাদের অস্তিত্ব ধরে রাখার জন্য বিদেশি শত্রুদের আগ্রাসনকে বুঝতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। তারা প্রচণ্ড ক্রোধে সরাতে চায় বিদেশি নরদানবদের। যারা শোষণ, লুণ্ঠন, অত্যাচার করে সাধারণ মানুষের প্রাণের দাবিকে নষ্ট করতে চায় তাদের প্রতি গণমানুষ আন্দোলন করে তোলে। তাদের ঐক্য, দৃঢ়তা আর সাহস দেখে কবি তাদের প্রতি প্রেমবোধ করেন।

গ. উদ্দীপকের বস্তব্যের সাথে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

আলোচ্য কবি তার অস্তিত্বে বাঙালির জাতিসত্তার শোণিত শক্তিকে অনুভব করেছেন। এই শক্তি তিনি প্রবাহমান নদীগুলোর বজোপসাগরে সঞ্চিত শক্তি থেকে পেয়েছেন। জাতিসত্তার এই শক্তি বাঙালির শক্তি হিসেবে কাজ করে। এই শক্তির কারণেই বাঙালিকে কোন আগ্রাসন দমাতে পারে না।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে পরাধীনতার যে গ্লানি তা পরিশ্রমী, শক্তিমান ও দেশপ্রেমী মানুষরা বেশিদিন সহ্য করে না। এ দেশের মাটি, নদ-নদী, সাগর, প্রকৃতি থেকে শক্তি সঞ্চয় করে অপশক্তির বিরুদ্ধে তারা বুঝে দাঁড়ায়। এ দেশের প্রকৃতির মধ্যেই এ জনশক্তির প্রাণ রক্ষিত 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায়ও এ বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। কবির মতে এ দেশের নদ-নদীর, সাগরের ক্রোধকে সমগ্র জনগোষ্ঠী ধারণ করেছে। তাই বিদেশি নরদানবের আগ্রাসন এ জনগোষ্ঠীকে দমাতে পারে না। প্রকৃতির কাছ থেকে প্রাপ্ত শক্তি বাঙালি জনগোষ্ঠীকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে এবং এ বিষয়টিই উদ্দীপক ও কবিতার মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ।

[বিশেষ দৃষ্টব্য— সৃজনশীল প্রশ্নে সাধারণ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য একই সাথে প্রশ্নে উল্লেখ থাকে না। তাই বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করা হয়নি।]

ঘ. 'বাংলাদেশের মাটি, নদ-নদী, প্রকৃতি এবং সমুদ্রের মধ্যেই রয়েছে আমাদের জাতির প্রাণ।'— উদ্ভূতিটি যৌক্তিক।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি সাগরদুহিতা ও নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনা করেছেন। কবির মতে, বাংলার জীবনরূপ নদী নিরন্তর বয়ে চলে। নদী ও সাগরের শক্তিই বাঙালিকে শক্তিমান করেছে। এদের ক্রোধই সমগ্র জনগোষ্ঠীর ক্রোধকে শক্তিশালী করেছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, আমাদের জাতির প্রাণ এ দেশের প্রকৃতি, নদী ও সমুদ্রের মধ্যে রয়েছে, এগুলোর সম্পদ-ঐশ্বর্য চারপাশের জনপদকে ভরিয়ে তোলে। আবার এর প্রবলতা ও সর্বগ্রাসী রূপ মানুষকে অপশক্তির বিরুদ্ধে বুঝে দাঁড়ানোর শক্তি যোগায়।

আলোচ্য কবিতা ও উদ্দীপকে বাংলার প্রকৃতির সাথে বাঙালির জীবনধারা যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাংলার প্রকৃতি বাঙালির অনাদি অস্থির শক্তিমত্তার উৎস। এই শক্তিমত্তার কারণেই বাঙালি বিদেশি শত্রুদের অন্যায় অবিচার থেকে নিজেদের রক্ষা করে। 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি তার স্বপ্নগুলোও আমানত রাখেন বজোপসাগরে। সমুদ্রের ঘূর্ণমান জলরাশি দেখে কবি শক্তি সঞ্চয় করেন। আর এই শক্তি বাস্তব জীবনে কাজে লাগানো যায়। বাঙালি জনগোষ্ঠী ও বাংলার নদী, সাগর ও প্রকৃতি থেকে শক্তি খুঁজে পান। উদ্দীপকেও কবিতার এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে তাই বলা যায়, উল্লিখিত উদ্ভূতিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২ দোয়েলের গান ফসলের ঘ্রাণ

বুপালি জোছনা রাত
এলোমেলা করে দিতে চায়
যদি অশুভ কালো হাত
বায়ান আর একাত্তরের চেতনায় আছি মাথা
স্বাধীন দেশেই উড়বে যেন স্বাধীন পতাকা।
সবুজের বুকে লাল
সে তো উড়বেই চিরকাল।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৭]

- ক. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? ১
খ. 'পদ্মা তোমার যৌবন চাই'— চরণটিতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটির সাদৃশ্যপূর্ণ দিক আলোচনা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত বায়ান আর একাত্তরের চেতনা" 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কবির চেতনারই প্রতিফলন— মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

খ. পদ্মা চিরযৌবনময় বলে কবি পদ্মার কাছে যৌবন চেয়েছেন।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কবির মতে, পদ্মা চিরযৌবনময় নদী। পদ্মার চলায় প্রেমিকের ভালোবাসার মতো গতি রয়েছে। পদ্মা যেখান দিয়ে গেছে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে আরেকটি চেতনার নদী। নদী তার যৌবন ধরে রাখতে পেরেছে। মায়াময়ী, প্রেমময়ী নদীর আশীর্বাদ মানুষকে করে দিয়েছে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা। কবি তাই পদ্মার মতো যৌবনময় হতে চান।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি বিদেশি অশুভ শক্তির আগ্রাসনবিরোধী মনোভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুজলা-সুফলা নদীমাতৃক বাংলাদেশ বারবার আক্রান্ত হয়েছে বিদেশি অশুভ শক্তির দ্বারা। সাহসী বাঙালি তাদের বিরুদ্ধে দুর্বীর আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' ও উদ্দীপকটি বাঙালির এই অদম্য চেতনাকে লালন করেছে।

উদ্দীপকে মনোমুগ্ধকর বাংলাদেশকে বিদেশি অশুভ শক্তি ধ্বংস করতে চায়। তারা দোয়েলের ডাক, ফসলের ঘ্রাণ আর বৃপালি জোছনাকে এলোমেলো করতে উদ্যত। কিন্তু বাঙালি জাতি যে অন্যায় কখনো মেনে নেয়নি এটি হয়তো তারা জানে না। এ জাতি তার অধিকার আদায়ে অপশক্তির কাছে কখনো মাথা নত করেনি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালি রক্তের বিনিময়ে বাংলাকে রক্ষা করেছে। একাত্তরের মতন মুক্তিযুদ্ধেও বিদেশি শত্রুদের হিংস্র দাঁত ভেঙে দিয়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। প্রয়োজনে সবুজ এ দেশে বুকের লাল রক্ত ঝরাতে বাঙালি পিছপা হয় না। উদ্দীপকের বিদেশি শক্তির গ্রাস বিরোধী এই চেতনা 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার সাহসী মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। কবি এখানে বলেছেন যে বিদেশি নরদানবের আগ্রাসন বাঙালি জনগোষ্ঠীকে কখনো দমাতে পারে না। কারণ বাঙালি জাতি নিজেদের সত্তায় সংগ্রামী ও প্রতিবাদী মানসিকতা ধারণ করে আছে। এভাবেই বাঙালির সংগ্রামী মনোভাবের প্রসঙ্গে উদ্দীপকও কবিতাটি সাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছে।

৭। উদ্দীপকে উল্লিখিত বায়ান্ন আর একাত্তরের চেতনা 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কবির বাঙালির আগ্রাসন বিরোধী চেতনারই প্রতিফলন।

শোষণ ও বঞ্চার বিরুদ্ধে বরাবরই বাঙালি জাতি ছিল অনমনীয় ও সংগ্রামী। ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলনসহ সকল ক্রান্তিকালে বাঙালি জাতিসত্তার বিদ্রোহী চেতনা প্রকাশ পায়। উদ্দীপক ও 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি বাঙালির সেই চেতনাকেই প্রতিফলিত করেছে।

উদ্দীপকে বাঙালিকে অদম্য সাহসী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে যারা শ্যামল সুন্দর এই ভূমির প্রয়োজনে আত্মবিসর্জনে দ্বিধা করেনি। অশুভ কালো হাত যখনই এ দেশে তাদের হিংস্রথাবা দিতে চেয়েছে, তখনই বাঙালি স্বমহিমায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। বায়ান্ন সালে বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল এই বিদেশি অশুভ শক্তি। একাত্তরের এ দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব করে স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার ঘৃণ্য খেলায় মেতেছিল সেই একই শক্তি। কিন্তু বাঙালি জাতি বুকের তাজা রক্ত ঢেলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশে যে লাল সবুজের পতাকা ওড়ে তা বাঙালির বিদ্রোহী চেতনারই ফসল।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায়ও কবি বাঙালি জাতির বিদ্রোহী সত্তার পরিচয়ে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। এ দেশের ওপর বিদেশি নরদানবদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতির সাহসী চেতনা কবিতাটিকে ধারণ করে আছে। তাইতো লোভী বিদেশি শক্তি স্বার্থের জন্য এদেশে ছুটে এসেছে বহুবার। বাঙালি জাতি অশুভ এসব শক্তিকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়েছে তাদের প্রতিরোধ ও সাহস। এ জাতির চেতনায় দ্রোহের আগুন প্রবহমান। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ এনে উদ্দীপকে বাঙালির যে সাহসী ও সংগ্রামী চেতনার পরিচয় দেয়া হয়েছে তা আলোচ্য কবিতার কাবর চেতনায়ও প্রকাশিত হয়েছে। তাই আলোচ্য বক্তব্যকে যথাযথ বলা যায়।

প্রশ্ন ৩। নদী বয়ে চলে, নদীর বয়ে চলার শেষ নেই। তার বুক কত ঘটনা ঘটছে, কত মানুষ মরণে। কত কান্নার রোল ওঠে। সেই সব অশ্রু এসে তার জলের স্রোতে ভেসে যায়।

[সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৫]

- ক. নিরবধি শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. "মুগ্ধ মরণ বাক্যে বাক্যে ঘুরে"— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের অংশটির সাথে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার মিল কোথায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতা বিদেশে জানে না কেউ!— যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'নিরবধি' শব্দের অর্থ সর্বদা, অনবরত।

খ. 'মুগ্ধ মরণ বাক্যে বাক্যে ঘুরে'— বলতে কবি প্রবহমান নদীর বাক্যে বাক্যে মৃত্যুর যে ফাঁদ পাতা রয়েছে, তা বুঝিয়েছেন।

নদীকে কেন্দ্র করেই যুগে যুগে মানবসভ্যতা গড়ে ওঠে। এসব সভ্যতা আবার নদীগর্ভেই বিলীন হয়ে যায়। নদীর এই বিনাশী ফাঁদ পাতা রয়েছে বাক্যে বাক্যে। কবি নদীর রূপে যেমন মুগ্ধ, তেমনি গভীর বেদনাও অনুভব করেন। 'মুগ্ধ মরণ বাক্যে বাক্যে ঘুরে'— বলতে কবির ভালো লাগা এবং বেদনাময় দুটো অবস্থাকেই বোঝানো হয়েছে।

গ. উদ্দীপকের অংশটির সাথে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় বিধৃত নদীর ভয়ংকর রূপটির মিল রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রকৃতির একটি প্রধান অংশ জুড়ে আছে নদ-নদী। নদ-নদীর সৌন্দর্য মানুষকে যেমন মুগ্ধ করে, তেমনি এর ভয়ংকর রূপ দেখে মানুষ ভীত হয়। কখনো সে থাকে শান্ত, কখনো 'বা অশান্ত'। প্রকৃতির এমন বিচিত্র লীলা নদী ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি মানুষের জীবনের সাথে নদীর তুলনা করেছেন। মানুষের জীবন যেমন বিচিত্র, নদীর জীবনও তেমনি বিচিত্র। নদীর বাক্যে বাক্যে মৃত্যুর ফাঁদ পাতা। এর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে কাছে গেলেই তা জীবনকে গ্রাস করতে দ্বিধা করে না। উদ্দীপকে বয়ে যাওয়া নদীর কথা বলা হয়েছে। যার বুক ঘটে যায় নানা ঘটনা। এই নদী চলার পথে কত মানুষের জীবন কেড়ে নেয়, এতে জনজীবনে ওঠে কান্নার রোল। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের অংশটির সাথে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার নদ-নদীর ভয়ংকর রূপটির মিল ফুটে উঠেছে।

ঘ. কবি বাঙালি জাতিসত্তার শোণিত এবং অস্থি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে যে অমিত শক্তির অধিকারী হয়েছেন বিদেশি বৈরী শক্তি তা জানে না— এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা উদ্দীপকে উচ্চারিত হয়েছে।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবিকে দেখা যায়, দেশ ও মাটির কবি হিসেবে। কিন্তু তিনি মনে করেন, শুধু দেশপ্রেম নয়, তার রক্তে প্রবহমান রয়েছে জাতিসত্তার শোণিত এবং অস্থি, যাকে বুঝতে পারবে না কোনো বিদেশি আগ্রাসী শক্তি। কবি ভিনদেশি শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সমগ্র জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করতে চেয়েছেন। যেন বাঙালির সম্মিলিত শক্তিতে শত্রুকে ঘায়েল করা যায়। বিদেশিরা হয়তো জানে না, আবহমান ছুটে চলা নদীর মতোই কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে আছেন এই জাগ্রত জাতিসত্তার শোণিত ও অস্থি।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা অঞ্চলে সম্পদের প্রাচুর্য থাকায় কুদৃষ্টি পড়ে বিদেশি অপশক্তির। তারা নানা অপকৌশলে এ দেশকে শাসন ও শোষণ করতে চায়। এ অঞ্চলের মানুষের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে ছিনিয়ে নিতে থাকে এখানকার সম্পদ। কবি সেই বিদেশি অপশক্তিকে দেখিয়ে দিতে চান বাঙালি জাতির সংগ্রামী ঐতিহ্য।

বজ্রোপসাগরের মতো শক্তির অসীমতা বিদ্যমান রয়েছে বাঙালির রক্তে, অস্থিমজ্জায়। যা মুহূর্তেই নস্যাৎ করে দিতে পারবে বিদেশি অপশক্তির মিথ্যা অহমিকাকে। নদীর ঘূর্ণনের মতোই মুহূর্তেই জোগে উঠতে পারে বাঙালির সুপ্ত শক্তি। বাঙালির এমন বিপ্লবী চেতনার বিষয়ে বিদেশিরা ওয়াকিবহাল নয়। আলোচ্য কবিতায় কবি বাংলার মানুষের ওপর যেকোনো বিদেশি আগ্রাসন বুঝতে চান এ দেশের জনগোষ্ঠীকে সজ্ঞা নিয়ে। কারণ কবির অস্তিত্বে মিশে আছে নিজ জাতিসত্তার শোণিত ও অস্থি। কবির এমন শক্তিমান ও ঐতিহ্যপূর্ণ চেতনা বিচারের দিক থেকে প্রস্তুত উত্তীর্ণ সঠিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ৪। লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। যত্না যত্না পাঁচজনে মিলে আমার পোয়াতি বউটাকে ওহ হো হো (কান্না) আমি দেখতে চাইনি। কিন্তু চোখ বুঝলেই ওদের আর একজন আমার নখের ভেতর খেজুর কাটা ফুটিয়েছে। আমার বউকে ওরা খুন করে ফেলেছে কুজুর। [নারায়ণগঞ্জ কমার্স কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৫]

- ক. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার সুরমা নদীর বুক কেমন? ১
- খ. 'কত বিচিত্র জীবনের রং'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার সাদৃশ্য কোথায়? ৩
- ঘ. "উদ্দীপকটি 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার খণ্ডাংশ মাত্র"— মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

- ক. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার সুরমা নদীর বুক কাজল।
- খ. 'কত বিচিত্র জীবনের রং'—চরণটি দ্বারা মানবজীবন যে বিচিত্র, সেই বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

মানবজীবন বৈচিত্র্যময়। এখানে ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ— সবকিছুই বিরাজ করে। নদ-নদীর মতো মানুষের জীবনের গতিও প্রবাহমান। প্রবাহমান এ মানবজীবনের রূপ বোঝানো হয়েছে আলোচ্য চরণটির মাধ্যমে।

- গ. উদ্দীপকের সাথে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় বর্ণিত বিদেশি নরদানবদের আগ্রাসনের সাদৃশ্য রয়েছে।

যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও বিদেশি অপশক্তির দ্বারা শোষিত হয়ে আসছে। তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য এদেশের মানুষের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালায়। উদ্দীপকে এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে বাংলার এক লবণ ব্যবসায়ীর বিদেশি অপশক্তির দ্বারা অত্যাচারিত হওয়ার চিত্র ফুটে উঠেছে। সে লবণ বিক্রি করেনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন তার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। পাঁচজন মিলে তার অন্তঃসত্তা বউকে ধর্ষণ করে হত্যা করেছে। তার নখের ভেতর খেজুর কাটা ফুটিয়েছে। এই পাশবিক অত্যাচার যেন মানবতার চরম অপমানেরই শামিল। 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায়ও কবি বিদেশি নরদানবদের আগ্রাসনের কথা তুলে ধরেছেন। এদিক থেকে উদ্দীপকটি আলোচ্য কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

- ঘ. উদ্দীপকটিতে বাংলার মানুষের ওপর বিদেশি শক্তির আগ্রাসন ফুটে উঠেছে, যা 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার একটি বিশেষ অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি বাংলাদেশে আগ্রাসন চালানো নরদানবদের কথা বলেছেন। এই নরদানবরা বাংলার মানুষকে দমন করতে চেয়েছে চিরকাল। তাদের তান্ত্রবলীলায় এদেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে, জনজীবন হয়েছে অতিষ্ঠ। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের বক্তব্যে ঔপনিবেশিক শাসনামলে বিদেশি শক্তির দ্বারা বাংলার মানুষ শোষিত হওয়ার দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। লবণ বিক্রি না করার অপরাধে কুঠির সাহেবদের লোকজন এক লবণ ব্যবসায়ীর বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। তার অন্তঃসত্তা স্ত্রীকে ধর্ষণ করে হত্যা করে তারই চোখের সামনে।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি বাংলায় বিদেশি অপশক্তির অত্যাচার-নির্যাতনের কথা বলেছেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি প্রতিকলিত হয়েছে। তবে আলোচ্য কবিতার বিষয়বস্তু আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ কবিতায় কবি বাঙালির অদম্য জাতিসত্তার শোণিত শক্তির কথা বলেছেন। বাংলার জীবনরূপের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই জাতিসত্তা। আর এ জাতিসত্তার প্রবল শক্তিতেই বাঙালি দমন করতে পারবে বিদেশি আগ্রাসনকে। এছাড়া এ কবিতায় কবি নদী ও সাগরের বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানে নদ-নদীর প্রবাহমানতা এবং বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি দেখে কবি মুগ্ধ হন। এ বিষয়গুলো উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি। তাই বলা যায়, 'উদ্দীপকটি 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার খণ্ডাংশ মাত্র'— এ মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৫: আমি রণাজানে চলে এলাম। গুলি, শেল, মর্টার নিয়ে আমার জীবন। ইয়াহিয়ার জঘন্যতম অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য দুর্জয় শপথ নিলাম। এখন বাংকারে বাংকারে বিনীত রজনী কাটাতে হয়। কখনও রাতের অন্ধকারে শত্রুর ঘাঁটির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাই। এ যুদ্ধ ন্যায়যুদ্ধ। মা, আমাদের জয় হবেই। (একাত্তরের চিঠি)

[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৭]

- ক. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কয়টি নদীর কথা উল্লেখ আছে? ১
- খ. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবির ক্রোধ কাদের বিরুদ্ধে? ২
- গ. উদ্দীপকের ইয়াহিয়া 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কাদের প্রতীক? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'মা, আমাদের জয় হবেই' উদ্দীপকের এ চরণটির সার্থক প্রতিফলন ঘুটেছে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায়— মন্তব্যটি যথার্থ নিবৃণণ করো। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

- ক. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় ছয়টি নদীর কথা উল্লেখ আছে।

- খ. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবির ক্রোধ নরদানবদের বিরুদ্ধে।

বঙ্গোপসাগরের ভয়াল ঘূর্ণি কবির ক্রোধকে শক্তিমান করেছে। এই ক্রোধ বাংলার প্রান্তিক জনগণের মধ্যে জ্বলছে। জনতা ও জনসম্পদ নরদানব অর্থাৎ বিদেশি নরপিশাচদের আগ্রাসনের মুখে বিপন্ন। তাই বিদেশি এই মানুষরূপী দানবদের বিরুদ্ধে কবির ক্রোধ জেগে উঠেছে।

- গ. উদ্দীপকের ইয়াহিয়া 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় নরদানবদের প্রতীক।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি বিদেশি নরপিশাচদের কথা বলেছেন। এই নরপিশাচরা মানুষরূপী দানব। এরা বাংলার জনতা ও জনসম্পদের ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে। নরদানবদের এই আগ্রাসনের মুখে বিপন্ন বাংলার প্রান্তিক জনগণ।

উদ্দীপকে একাত্তরের চিঠিতে ইয়াহিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াহিয়া একাত্তরের নরদানব। তার জঘন্যতম অত্যাচারে বাঙালির জীবন হয়েছিল বিপন্ন। চিঠিতে তাই রুমী এই নরদানবের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য দুর্জয় শপথ নিয়েছে। রুমীর মতো অন্য বাঙালি যোদ্ধারাও ইয়াহিয়াকে পরাস্ত করার শপথ নিয়েছিল। অর্থাৎ আলোচ্য কবিতায় যে নরদানবদের কথা বলা হয়েছে, উদ্দীপকের ইয়াহিয়া তাদেরই প্রতীক।

- ঘ. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার নামকরণ ও সামগ্রিক চেতনায় ধারণ করে আছে উদ্দীপকের 'মা, আমাদের জয় হবেই' চরণটি।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' বলতে কবি নিজ অস্তিত্বে ধারণ করা জাতিসত্তার শোণিত অস্থিকে বুঝিয়েছেন। বিদেশি নরদানবরা বাংলার জনগোষ্ঠীকে বিপন্ন করেছে ঠিকই কিন্তু কবির মতে তাদের এই আগ্রাসন পরাস্ত হবেই। বাঙালির রক্তে যে অনাদি অস্থি আছে তার শক্তিমত্তাই বাঙালিকে রক্ষা করবে বলে কবির বিশ্বাস।

উদ্দীপকের রুমী আলোচ্য কবিতার কবির বিশ্বাসকেই নিজের ভেতরে ধারণ করে আছে। তাই সে রণাজানকে ভয় পায় না। গুলি, শেল, মর্টারকে সে সাদরে হাতে তুলে নিয়েছে। কারণ, রুমী জানে নরদানবদের জঘন্যতম অত্যাচার-অন্যায় ব্যতীত কিছু নয় আর এই অন্যায় রুদ্ধতে তারা পারবেই।

আলোচ্য কবিতা ও উদ্দীপকে রুমী বিদেশি নরদানবদের অত্যাচারের কারণে তাদের প্রতি ক্রোধে জ্বলছে। কবি উদ্দীপকের রুমীর মতোই বিশ্বাস করেন নরদানবরা পরাস্ত হবে। কারণ, বাঙালির আছে জাতিসত্তার শোণিত অস্থি। এই শোণিত অস্থির জোরেই বাঙালি বুকে দাঁড়াতে পারে, যেমন করে রুমী শত্রুর অস্ত্রের সামনে বুক চিতিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ 'মা, আমাদের জয় হবেই' উদ্দীপকের এ চরণটির সার্থক প্রতিফলন ঘুটেছে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায়।

প্রশ্ন ৬ বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। স্বর্ণরূপে পলিবাহিত এ দেশের মাটি উর্বর। নদী একদিকে বাংলাদেশকে করেছে সমৃদ্ধ, অন্যদিকে করেছে অপার সুন্দরের লীলা ভূমিতে। জীবনের তাগিদে দেশের অগণিত মানুষ জীবিকার অবলম্বন করেছে নদীকে। নদী ও সমুদ্রের কোলাহলে এ দেশের গণমানবের জীবন হয়ে উঠেছে সংগ্রাম মুখর। নদীগুলো সত্যি যেন বাংলাদেশের প্রাণ সঞ্চার করে চলেছে প্রত্যহ। অকৃত্রিমভাবেই পলিবাহিত স্রোতস্বিনী নদীগুলো আমাদের নানামুখী প্রেরণার উৎস।

(চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নম্বর-৭)

- ক. কোন নদীর বুক কাজল সদৃশ? ১
- খ. 'যখন বোঝাই প্রাণের জাহাজ নব দানবের মুখে।'— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'প্রকৃতি কখনো কখনো মানবমনের শক্তি সঙ্ঘের উৎস হয়ে ওঠে।'— উদ্দীপক ও 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সুরমা নদীর বুক কাজল সদৃশ।

খ বাঙালি জাতিসত্তা ও বাঙালির অর্থবিস্ত বিদেশি বর্বর নরপশুদের নির্মমতার মুখে পতিত হওয়ার বিষয়টির প্রতি আলোচ্য পঙক্তিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কবি প্রতীকী ভাষায় বলেছেন, বিদেশি মানবরূপী নরপশুরা সব সময় বাঙালির বিত্ত সম্পদের প্রতি লোলুপ মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হয়। এখানে 'প্রাণের জাহাজ' বলতে কবি বাঙালি জনতা ও জনসম্পদকে বুঝিয়েছেন। বিদেশিরা বাঙালির প্রাণের সম্পদ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করে দিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়ম করতে চায়। এ দেশে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে সম্পদ-স্বাধীনতা লুট করে নিয়ে বাঙালিকে চিরদাসে পরিণত করতে চায়। কবি নব দানবের মুখে প্রাণের জাহাজ কথাটির মধ্য দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গণমানুষের মুক্তি চেতনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন প্রতীকী ব্যঙ্গনায়।

গ 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় বিধৃত নদীমাতৃক বাংলাদেশের উর্বর মাটি ও স্রোতস্বিনী নদী যে বাঙালির প্রেরণার উৎস— সে বিষয়টি উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

শস্য-শ্যামলা, সুজলা-সুফলা আমাদের এই বাংলাদেশ যেন প্রকৃতির এক অপার লীলাভূমি। নদীমাতৃক এ দেশের মাটিতে সোনার ফসল ফলে। নদীই এ দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার অন্যতম মাধ্যম। উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায় নদীমাতৃক বাংলাদেশের এমন স্বরূপই তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশের মাটি স্বর্ণরূপে পলিতে উর্বর। জীবন-জীবিকার তাগিদে এ দেশের অগণিত মানুষ অবলম্বন করেছে নদীকে। নদী ও সমুদ্রের কোলাহলে এ দেশের গণমানুষের জীবন হয়ে উঠেছে সংগ্রামমুখর। এ সংগ্রামমুখর চেতনাই বাংলার মানুষকে প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়। 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায়ও কবি সাগরদুহিতা ও নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনা করেছেন। বাংলার জীবনরূপী এসব নদী পলি প্রবাহিত করে এ দেশের মাটিকে উর্বর করেছে। সমৃদ্ধ করেছে বাঙালির জীবনধারাকে। বাঙালি জীবনে নদীর এই প্রভাব ও অবদানের দিকটি উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায় সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ঘ স্বর্ণরূপে পলিবাহিত নদীমাতৃক বাংলাদেশ সোনার ফসল ফলায় বলে এ দেশের নদী প্রকৃতি কখনো কখনো মানবমনে শক্তি সঙ্ঘের উৎস হয়ে ওঠে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা প্রকৃতি বাঙালির জীবনকে এ দেশের প্রকৃতি নব জীবনের সঞ্চার করে। নদী এ দেশের প্রকৃতিকে জীবন্ত করে তোলে। নদী তার বিশাল বুক উজাড় করে দিয়েছে। এ কারণে বাংলার উর্বর পলিমাটিতে সোনার ফসল ফলে, মানুষের জীবন সমৃদ্ধ হয়। উদ্দীপকেও নদী-প্রকৃতির এমন অবদানের স্বরূপ বিধৃত হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, স্বর্ণরূপে পলিবাহিত এ দেশের উর্বর মাটি একদিকে বাংলাদেশকে করেছে সমৃদ্ধ, অন্যদিকে বাংলাদেশকে পরিণত করেছে অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে। এ দেশের মানুষ জীবিকার তাগিদে প্রকৃতির সম্পদকে আহরণ করেছে। নদী-প্রকৃতিই মানবমনে শক্তি সঙ্ঘের উৎস হিসেবে কাজ করে। প্রকৃতির এমন প্রভাবের কথা 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায়ও বিধৃত হয়েছে। এখানে প্রকৃতির অনুসঙ্গ হিসেবে নদীমাতৃক বাংলাদেশের কথা বলা হয়েছে। নদীই মানুষকে দিয়েছে গলিত সোনা মেশানো পলিমাটি। এ মাটিতে সোনার ফসল ফলে। নদী-প্রকৃতির অবদানে এ দেশের মানুষ ভালোভাবে বেঁচে থাকে।

নদীর প্রভাবে ক্ষেত-ফসলের প্রাকৃতিক দানে এ দেশের মানুষের জীবন-জীবিকা সমৃদ্ধ হয়। উদ্দীপক ও 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় নদীকেন্দ্রিক প্রকৃতির বন্দনা করা হয়েছে। নদীর কারণেই বাঙালি সাধারণ মানুষের জীবিকার সংস্থান হয়। উর্বর মাটির জন্য বাংলার মাটিতে সোনার ফসল ফলে। আর ফসলেই বাঙালি জীবন ধারণ করে। বাঙালির জীবন সুখকর হয় প্রকৃতির অবদানে। তাই প্রকৃতি কখনো কখনো মানবমনের শক্তির সঙ্ঘের উৎস হয়ে ওঠে— প্রশ্লোক্ত মন্তব্যটি সংগ্রামমুখর ও প্রকৃতি নির্ভর বাংলার মানুষের ক্ষেত্রে বাস্তবিকই প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ৭ পাশাপাশী পরজীবী

যতই লুপ্তন করে শস্য পাট পণ্য, ঘরে ঘরে
ছড়ায় অমোঘ শোক, ধর্মনাশ হত্যার ছায়ায়
ঘেরে আর্ত-গৃহস্থালি, চতুর্গুণ হিন্দু-মুসলমান
বাংলার বাঙালি তত জানে জন্ম মৃত্যুর বন্ধনে

অভিন্ন আপন সত্তা। (কেন্দ্রীয় সরকারি স্কুলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৬; জালালাবাদ স্কুলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নম্বর-৭)

- ক. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটির অপূর্ণ পর্ব কয় মাত্রার? ১
- খ. 'রেখেছি আমার প্রাণ স্বপ্নকে বজ্রোপসাগরেই'— চরণটিতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের পাশাপাশী পরজীবী বলে যাদের খিত্তার দেওয়া হয়েছে, তাদের সাথে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কাদের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়, তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের অভিন্ন আপন সত্তার স্বরূপ 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটির অপূর্ণ পর্ব ২ মাত্রার।

খ 'রেখেছি আমার প্রাণ স্বপ্নকে বজ্রোপসাগরেই'— বলতে বোঝানো হয়েছে কবি তাঁর স্বপ্নকে বিশাল বজ্রোপসাগরের শক্তির কাছে আমানত রেখেছেন।

সাগর যেমন বিশাল, কবির স্বপ্নও তেমন বিশাল। সে স্বপ্ন হলো নিজের অস্তিত্ব ও বাঙালি জাতিসত্তাকে বিদেশি আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা করার স্বপ্ন। কবি চান, দেশ তথা জাতি এ স্বপ্নকে ধারণ করুক। বিদেশিরা বুঝতে পারুক বজ্রোপসাগর যেমন বিশাল, কবির স্বপ্নও তেমন বিশাল।

গ। উদ্দীপকের পাপাশ্রয়ী পরজীবী বলে যাদের দিক্কার দেওয়া হয়েছে, তাদের সাথে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় উল্লিখিত বিদেশি নরদানবদের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগণ তাদের অস্তিত্ব ধরে রাখার জন্য বিদেশি শত্রুদের আগ্রাসনকে বুঝতে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে। তারা প্রচণ্ড ক্রোধে সরাতে চায় বিদেশি নরদানবদের। যারা শোষণ, লুণ্ঠন, অত্যাচার করে সাধারণ মানুষের প্রাণের দাবিকে নষ্ট করে দিতে চায়। নরদানবের আগ্রাসন বাঙালি জনগোষ্ঠী অনায়াসে দমন করতে প্রস্তুত।

উদ্দীপকে 'পাপাশ্রয়ী পরজীবী বলে দিক্কার দেওয়া হয়েছে তাদের, যারা ঘরে ঘরে শোক ছড়ায়, শস্য লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়, হত্যার মিছিলে মেতে ওঠে। এসব পরজীবীকে দমন করতে বাঙালি সদা প্রস্তুত। বাঙালি জাতিসত্তার শোণিত ও অস্থি বিদেশি নরদানবের আগ্রাসনকে বুঝতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কবি বিদেশি নরদানবের আগ্রাসনের প্রসঙ্গ আলোচ্য কবিতায় ইতিহাসের আলোকে তুলে ধরেছেন। বিদেশ থেকে এসে এসব নরদানবরা অপশাসন কায়ম করেছে যুগে যুগে। ধন-সম্পদের লোভে তারা আমাদের সহজ জীবনযাপনকে কঠিন করে তুলেছে। এদিক থেকেই সাদৃশ্য রয়েছে উদ্দীপকের পাপাশ্রয়ী পরজীবীর সাথে বিদেশি নরদানবদের।

ঘ। নিজের জাতিসত্তার শোণিত অস্তিত্ব ধারণ করে লুটেরাদের প্রতিহত করতে পারার প্রত্যাশার বাণী উচ্চারিত হয়েছে উদ্দীপকে ও আলোচ্য কবিতায়।

বিদেশি বা পরগাছারা বাঙালির জীবনকে ধ্বংসের মুখে পতিত করেছে। সাগরের ঘূর্ণায়মান ভয়াল জলরাশির মতো বাঙালি বিদেশি পরগাছাদের প্রতিহত করতে সক্ষম। কেননা, আবহমান ছুটে চলা নদীর মতোই কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে আছেন জাতিসত্তার শোণিত ও অস্থি।

উদ্দীপকে পাপাশ্রয়ী পরজীবীদের কথা ব্যস্ত হয়েছে। তারা শস্য লুণ্ঠন করে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে সদা সন্ত্রস্ত করে রাখে জনগণকে। বাংলার হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলে সে পরজীবীদের প্রতিহত করতে উদ্যত, কেননা জীবনের প্রতিটি বাক্যে বাঙালি জাতি অভিন্ন সত্তায় বাঁধা।

আলোচ্য কবিতায় কবি এ দেশের সৌন্দর্য, নদ-নদীর বন্দনায় বাঙালির চিরন্তন জীবনচক্রের অন্তরালে পরদেশি নরদানবগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় তুলে ধরেছেন। নরদানবের অত্যাচার বাঙালি নির্বিবাদে মেনে নেয়নি কখনোই। ভিনদেশি অপশাসনের কাছে তারা মাথা নোয়াবে না কখনোই। কেননা আবহমান ছুটে চলা নদীর মতোই বাঙালির অস্তিত্বে মিশে আছে জাতিসত্তার শোণিত অস্থি। এ দেশের মানুষের জীবন সর্বদা নিরন্তর বয়ে চলা নদীর মতো। বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করেই বাঙালিকে এগিয়ে যেতে হয়েছে যুগে যুগে। অভিন্ন জাতিসত্তায় বাঙালি এ শক্তি-সামর্থ্যের রসদ জুগিয়েছে। যা উদ্দীপকেও প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ৮। আগ্নেয়গিরি অগ্নিতে আমি নিয়েছি শপথ সত্য

জাতির তরে জীবন দিক এটাই প্রধান শর্ত

অস্থি-শোণিতে বাঙালি আমি, বাংলার বীর সৈনিক

৫১, ৬৯, ৭১'র দেখেছে বিশ্ব তেমনি দেখিবে দৈনিক

(সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, মাদুরা। প্রশ্ন নম্বর-৬)

- ক. 'গণমানব' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় বিদেশে জানে না কেউ ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার ভাবসঙ্গতি কতটুকু? ৩
- ঘ. উদ্দীপকের 'অস্থি-শোণিতে বাঙালি আমি, বাংলার বীর সৈনিক' বাক্যের সঙ্গে 'এই ক্রোধ জ্বলে আমার স্বজন গণমানবের বুকে'—তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'গণমানব' শব্দের অর্থ প্রান্তিক জনগণ।

খ. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় বিদেশে জানে না কেউ-বলতে বাঙালি জাতির সংগ্রামী ঐতিহ্য সম্পর্কে বিদেশি শক্তি ওয়াকিবহাল নয় সে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার সম্পদের প্রাচুর্য। এর উপর কুদৃষ্টি পড়ে বিদেশি অপশক্তি। তারা নানাভাবে নানা কৌশলে এদেশ শাসন ও শোষণ করে। মানুষের ওপর পাশবিক নির্যাতন করে ছিনিয়ে নেয় এখানকার সম্পদ। এদেশের মানুষের সংগ্রামী চেতনা সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। যেকোনো সময় এদেশের মানুষ গর্জে উঠতে পারে।

গ। উদ্দীপকের সাথে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার পুরোপুরি ভাবসঙ্গতি রয়েছে।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি বাংলাদেশের ওপর আগ্রাসন চালানো বিদেশি দানবদের প্রতি অজুলি নির্দেশ করেছেন। এই মানুষবুপী হয়েনারা চিরকাল বাংলার মানুষকে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে। তাদের নির্মমতা ও পৈশাচিকতায় এদেশের মানুষের জীবনযাত্রা বার বার ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু ওরা জানে না এদেশের মানুষের রক্তে-মাংসে রয়েছে প্রতিবাদ ও প্রতিশোধের আগুন। এই বাঙালি যেকোনো সময় গর্জে উঠতে পারে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে উচ্চারিত হয়েছে বাঙালির দ্রোহের উচ্চারণ। তারা আগ্নেয়গিরির অগ্নিতে শপথ নিয়েছে। তারা জাতির জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারে। তারা শুধু পরিচয়ে বাঙালি নয়, অস্থি-শোণিতে তারা বাঙালি। বাংলার এই বীর সৈনিকেরা ৫১, ৬৯, ও ৭১ এর বিদ্রোহ, আন্দোলন ও বিজয়ের ইতিহাস জানে। আগামী দিনে বিশ্ব তাদের সেই পরিচয় জানতে পারবে। 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় বাঙালি জাতিসত্তার যে সংগ্রামী চেতনা রয়েছে তার প্রকাশ ঘটেছে। আলোচ্য উদ্দীপকেও আমরা দেশ মাতৃকার জন্য সেই সংগ্রামী চেতনার প্রকাশ লক্ষ করি। ফলে উদ্দীপকের সাথে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবির পুরোপুরি ভাবসঙ্গতি রয়েছে।

ঘ। বাঙালি জাতিসত্তার শক্তিকে উপস্থাপন করা হয়েছে উদ্দীপকের 'অস্থি-শোণিতে বাঙালি আমি বাংলার বীর সৈনিক' এবং কবিতার 'এই ক্রোধ জ্বলে আসার স্বজন গণমানবের বুকে' এ দুটি বাক্যে।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি নদীমাতৃক ও সাগরদুহিতা বাংলাদেশের বন্দনা করেছেন। বিশাল বজোপসাগরের শক্তি কবির ক্রোধকে শক্তিমান করেছে। এই ক্রোধ কেবল কবির একার নয় সমগ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদে পরিণত হয়েছে। বাংলার গণমানুষের বুকে এ ক্রোধ জ্বলতে থাকে। এ কারণে কোনো অপশক্তির আগ্রাসন তাদেরকে দমিয়ে রাখতে পারে না।

উদ্দীপকে কবি বাঙালির সংগ্রামী চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। বাঙালির অন্তর্নিহিত শক্তি হচ্ছে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুকে দাঁড়ানো। বিভিন্ন আন্দোলনে তার এ সংগ্রামী চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালির শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় এসব আন্দোলনের মাধ্যমে।

উদ্দীপক ও কবিতার দুটো বাক্যেই বাঙালির সংগ্রামী চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠী সমুদ্রের উত্তাল জলরাশি থেকে ক্রোধ বহন করে। বাঙালির প্রাণের মাঝে আছে অপরিমেয় শক্তি আর অদম্য মনোবল। উদ্দীপকের বাক্যটি দিয়ে বাঙালির অভিন্ন সত্তার পরিচয় ফুটে ওঠেছে। এখানে বাঙালির গর্ব ও আন্দোলনের ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু কবিতায় বাঙালির গর্বের পাশাপাশি ক্রোধের স্বরূপও চিত্রায়ন করা হয়েছে।

বাংলা প্রথম পত্র

রক্তে আমার অনাদি অস্থি দিলওয়ার

৩৩২. কোন সংবাদপত্রে কবি দিলওয়ার প্রথম কাজ

করেন? (জ্ঞান) [ডাঃ আবদুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর]

- ক) দৈনিক বাংলা খ) দৈনিক পূর্বদেশ
গ) দৈনিক সংবাদ ঘ) দৈনিক জনকণ্ঠ

৩৩৩. কবি দিলওয়ারের কবিতা রচনার মূল লক্ষ্য কী ছিল?

(জ্ঞান) [ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ]

- ক) গণমানবের মুক্তি খ) কৃষকের মুক্তি
গ) স্বৈরাচার থেকে মুক্তি ঘ) বিদেশি আক্রমণ

৩৩৪. তোমাদের বুকে আমি নিরবধি— এখানে তোমাদের বলতে কবি কাদের বুঝিয়েছেন?

(অনুধাবন) [আকিজ কলেজিয়েট স্কুল, নাজারগ, যশোর]

- ক) গণমানুষকে খ) পাঠকদের
গ) নদীকে ঘ) প্রকৃতিকে

৩৩৫. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় চারদিকে কী খেলা করে? (জ্ঞান) [যশোর সরকারি মহিলা কলেজ]

- ক) ছবির রং খ) জীবনের রং
গ) মৃত্যুর রং ঘ) স্বপ্নের রং

৩৩৬. কল্লোল বর্ষাকালের চিত্রা নদী দেখে বিস্মিত।

চিত্রার তখন ভরা যৌবন— থৈ থৈ জল।

—'চিত্রা' নদী 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় বর্ণিত কোন নদীকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)

- ক) গঙ্গা খ) পদ্মা
গ) মেঘনা ঘ) যমুনা

৩৩৭. রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কোন নদীর কথা উল্লেখ নেই?

(জ্ঞান) [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]

- ক) যমুনা খ) শীতলক্ষ্যা
গ) কর্ণফুলী ঘ) মেঘনা

৩৩৮. যুগে যুগে বিদেশিরা এদেশে সম্পদ লুট করেছে।

আর বাঙালিরা তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। বিষয়টি তোমার পঠিত কোন রচনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

(প্রয়োগ)

- ক) লোক-লোকান্তর
খ) ঐকতান
গ) সাম্যবাদী
ঘ) রক্তে আমার অনাদি অস্থি

৩৩৯. 'গণমানবের তুলি' বলতে কী বোঝায়? (জ্ঞান)

[রায়পুর সরকারি কলেজ]

- ক) জনগণ শিল্পীয় তুলি খ) শিল্পী জনতার তুলি
গ) জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস
ঘ) জনগণ শিল্পীর আত্মবাহ

৩৪০. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি নিজেকে কী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন? (অনুধাবন)

[খিনাইদহ সরকারি নুরুল্লাহর মহিলা কলেজ]

- ক) গণমানবের শিল্পী খ) অশেষ ঢেউ
গ) প্রাণের জাহাজ ঘ) অনাদি অস্থি

৩৪১. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত? (জ্ঞান) [মদনমোহন কলেজ, সিলেট]

- ক) মুনীর চৌধুরী
খ) জহির রায়হান
গ) সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
ঘ) কবীর চৌধুরী

৩৪২. 'নরদানব' বলতে বোঝানো হয়েছে — (অনুধাবন)

[সরকারি শ্রীমঙ্গর কলেজ, দুর্গাপুর; দেবিদ্বার এসএ সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]

- i. মানুষবুপী দানব
ii. নরপশু
iii. বিদেশি নরপিশাচ
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৪৩ ও ৩৪৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

নীলয় ইছামতি নদীকে খুব ভালোবাসে। এর দান এবং সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ। সে যেন এই নদীর প্রেম প্রত্যাশী।

[রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর]

৩৪৩. উদ্দীপকটি কোন দিক থেকে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)

- ক) মানুষের প্রতি নদীর প্রেম
খ) নদীর প্রতি মানুষের কর্তব্য
গ) নদী ও মানুষের পারস্পরিক প্রতি নির্ভরশীলতা
ঘ) নদীর সৌন্দর্য

৩৪৪. উদ্দীপকের ইছামতি নদী 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কোন নদীর সঙ্গে তুলনীয়? (প্রয়োগ)

- ক) পদ্মা খ) কংস
গ) যমুনা ঘ) ব্রহ্মপুত্র

বাংলা প্রথম পত্র

লালসালু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

৩৪৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান) [বরগুনা সরকারি মহিলা কলেজ; হাজী মুহাম্মদ মুহসীন কলেজ, খালিশপুর, খুলনা]

- (ক) ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে

৩৪৬. 'উপন্যাস'-এর আক্ষরিক অর্থ কী? (জ্ঞান) [হাজী মুহাম্মদ মুহসীন কলেজ, খালিশপুর, খুলনা]

- (ক) বিশেষ রূপে উপস্থাপন
(খ) ঘটনার বিশদ বর্ণনা
(গ) চরিত্রের ধারাবাহিক বিন্যাস
(ঘ) ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

৩৪৭. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস লেখেন কে? (জ্ঞান)

- (ক) টেকচাঁদ ঠাকুর
(খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩৪৮. 'লালসালু' কোন ধরনের উপন্যাস? (জ্ঞান) [চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ]

- (ক) সামাজিক (খ) আঞ্চলিক
(গ) ঐতিহাসিক (ঘ) আধ্যাত্মমূলক

৩৪৯. "আপনারা জাহেল, বে-এলেম, আনপাড়াহ।"—কথাটি কে বলে? (জ্ঞান)

- (ক) তাহের (খ) মজিদ
(গ) মোদাচ্ছের (ঘ) খালেক ব্যাপারী

৩৫০. মহকুতনগরে নবাগত লোকটি কে? (জ্ঞান) [চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ]

- (ক) খালেক ব্যাপারী (খ) রেহান আলী
(গ) মজিদ (ঘ) কালুমতি

৩৫১. মজিদ কোন গ্রামে প্রবেশ করে? (জ্ঞান) [মীরপুর গার্লস আই ল্যাব ইনস্টিটিউট, ঢাকা]

- (ক) মহকুতনগর (খ) রহিমগঞ্জ
(গ) করিমগঞ্জ (ঘ) মুরাদনগর

৩৫২. মহকুতনগর গ্রামের মানুষদের 'জাহেল' বলা হয়েছে কেন? (অনুধাবন) [রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর]

- (ক) তারা মূর্খ বলে
(খ) তারা জেদী বলে
(গ) নিরক্ষর বলে
(ঘ) পিরের মাজার ফেলে রেখেছে বলে

৩৫৩. 'দশ কথায় রা নেই রক্তে রাগ নেই'— উক্তিটিতে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? (অনুধাবন) [হাজী মুহাম্মদ মুহসীন সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম]

- (ক) রহিমার শান্ত নিরীহভাব

- (খ) রহিমার অভিমানিভাব
(গ) রহিমার কর্তব্যহীনতা
(ঘ) রহিমার আনুগত্য

৩৫৪. 'লালসালু' উপন্যাসে ঝড় এলে হৈ-হৈ করার অভ্যাস কার? (জ্ঞান)

- (ক) হাসুনির মার (খ) বুড়ির
(গ) জমিলার (ঘ) রহিমার

৩৫৫. মজিদ হাসুনির মার জন্য কোন রক্তের শাড়ি এনে দেয়? (জ্ঞান) [অমৃত লাল দে কলেজ, বরিশাল]

- (ক) লাল রং কালো পাড়
(খ) বেগুনি রং কালো পাড়
(গ) কালো রং বেগুনি পাড়
(ঘ) লাল রং বেগুনি পাড়

৩৫৬. 'সে চোখে বিন্দুমাত্র খোদার ভয় নেই—

মানুষের ভয় তো দূরের কথা।'— কার চোখে ভয় নেই? (জ্ঞান) [আব্দুল হাই সিটি কলেজ, নড়াইল]

- (ক) রহিমার (খ) জমিলার
(গ) তানুর (ঘ) আমেনার

৩৫৭. মজিদের মুখে জমিলার থুথু নিক্ষেপ কোন বিষয়টি প্রকাশ করে? (অনুধাবন) [ইম্পাছানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা]

- (ক) গর্ব (খ) ক্ষোভ
(গ) হিংসা (ঘ) ক্রোধ

৩৫৮. আকাস আলী কী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়? (জ্ঞান)

- (ক) স্কুল (খ) পাঠাগার
(গ) মাদরাসা (ঘ) হাসপাতাল

৩৫৯. গ্রামের দুস্থ শিশুদের পড়ালেখার জন্য ইমরান একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইমরানের সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের কার মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)

- (ক) আকাস (খ) মজিদ
(গ) খালেক ব্যাপারী (ঘ) আমিনুদ্দিন

৩৬০. 'বেগানা' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান) [দক্ষিণ সুরমা কলেজ, দিনাজপুর]

- (ক) অনাস্থীয় (খ) বেপদা
(গ) আস্থীয় (ঘ) পর্দানশীল

৩৬১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মতে, ধর্মের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে— (অনুধাবন)

- i. কুসংস্কার
ii. শঠতা
iii. অন্ধবিশ্বাস
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

বাংলা প্রথম পত্র

সিরাজউদ্দৌলা সিকান্দার আবু জাফর

৩৬২. 'নাটক' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী? (জ্ঞান) [দক্ষিণ

সুবর্ণা কলেজ, সিলেট]

- (ক) অভিনয় করা (খ) নড়াচড়া করা
(গ) নৃত্যগীত করা (ঘ) সংলাপ করা

৩৬৩. সিরাজউদ্দৌলার ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞা কীসের শিল্প মানসকে স্পর্শ করেছে? (জ্ঞান)

- (ক) ট্রাজেডির (খ) কমেডির
(গ) মেলোড্রামার (ঘ) ট্রাজিকমেডির

৩৬৪. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটি কয়টি অঙ্ক ও দৃশ্যে রচিত? (জ্ঞান) [লোহাখণ্ডা কলেজ, নড়াইল; সরকারি দেবেন্দ্র

কলেজ, মানিকগঞ্জ; নরসিংদী বিজ্ঞান কলেজ]

- (ক) চারটি অঙ্কে বারোটি দৃশ্যে
(খ) পাঁচটি অঙ্কে পনেরোটি দৃশ্যে
(গ) ছয়টি অঙ্কে বারোটি দৃশ্যে
(ঘ) ছয়টি অঙ্কে পনেরোটি দৃশ্যে

৩৬৫. 'কলিমদ্দিন দফাদার' সব সময় পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে থাকলেও অন্তরালে মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য দিয়ে সহায়তা করেন। তার চরিত্রের কোন বিশেষ দিকটি রাইসুল জুহুলার কর্মকাণ্ডে প্রতিভাত হয়? (প্রয়োগ)

- (ক) দেশপ্রেম (খ) আচরণগত দিক
(গ) আত্মমর্যাদাবোধ (ঘ) কূটকৌশল

৩৬৬. ওয়ালি খান ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধ করেছে কেন?

(অনুধাবন) [বাংলাদেশ নৌবাহিনী (বিএন) কলেজ, চট্টগ্রাম]

- (ক) নিজে নবাব হওয়ার জন্য
(খ) ব্রিটিশদের মর্যাদা রক্ষার জন্য
(গ) কোম্পানির টাকার জন্য
(ঘ) বাঙালির বীরত্ব প্রমাণের জন্য

৩৬৭. "কেউ এক চুল নড়লে প্রাণ যাবে।"— সংলাপটি

কার? (জ্ঞান) [শাহজাদালাল সিটি কলেজ সিলেট]

- (ক) রায়দুলভের (খ) মানিকচাঁদের
(গ) রাজবল্লভের (ঘ) জগৎশেঠের

৩৬৮. ভাগীরথী নদী কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)

- (ক) দিল্লিতে (খ) মুর্শিদাবাদে
(গ) কলকাতায় (ঘ) দক্ষিণাতিথে

৩৬৯. 'সিরাজউদ্দৌলা' কোথাকার জলসা চিরকালের মতো ভেঙে দেন? (জ্ঞান)

- (ক) হীরাবিলের (খ) মতিবিলের
(গ) বধিরবিলের (ঘ) হাতিরবিলের

৩৭০. 'Standing like pillars'- কাদের ক্ষেত্রে বলা

হয়েছে? (জ্ঞান) [সরকারি কে সি কলেজ, মিনাইনহা]

- (ক) মিরমর্দান, মোহনলাল, সাফে
(খ) মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুলভ
(গ) ঘসেটি বেগম, মিরজাফর, শওকতজঙ্গ
(ঘ) মিরন, শওকতজঙ্গ, নওয়াজিস খাঁ

৩৭১. নবীন মাধব নিতান্তই অকর্মণ্য নাচওয়ালি ছাড়া সে কিছুই জানে না। নবীন মাধব চরিত্রটির সিরাজউদ্দৌলা নাটকের কোন চরিত্রের সাথে মিল বুজে পাওয়া যায়? (প্রয়োগ) [বাংলাদেশ নৌবাহিনী (বিএন) স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]

- (ক) শওকতজঙ্গ (খ) জগৎশেঠ
(গ) রাজবল্লভ (ঘ) কৃষ্ণবল্লভ

৩৭২. মিরজাফরের গুপ্তচর কে? (জ্ঞান) [আকিজ কলেজিয়েট স্কুল, নাজরগ, যশোর]

- (ক) কমর বেগ (খ) উমর বেগ
(গ) মানিকচাঁদ (ঘ) রাইসুল জুহুলা

৩৭৩. 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে আহত ভিখুরে আশ্রয় দেয় পেঙ্গাদ বাগদী। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভিখু তার ঘরেই আগুন দেয়। ভিখু চরিত্রে সিরাজউদ্দৌলা নাটকের কাদের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়? (প্রয়োগ) [চাঁদমা ইন্টারিয়া ফার্মিটারিইজের স্কুল এন্ড কলেজ]

- (ক) মোহনলালের
(খ) ইংরেজদের
(গ) দেশবাসীর
(ঘ) নবাব সৈন্যদের

৩৭৪. 'শুধু শওকত জঙ্গের কেন, আমাদের শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যও ওঁর দাম কম নয়।'— উক্তিটি সিরাজউদ্দৌলা কার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন? (জ্ঞান) [চাঁদমা ইন্টারিয়া ফার্মিটারিইজের স্কুল এন্ড কলেজ]

- (ক) মিরজাফরের (খ) মিরনের
(গ) জগৎশেঠের (ঘ) ঘসেটি বেগমের

৩৭৫. 'চারদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র'- সংলাপটি রায়দুলভ কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে? (জ্ঞান) [পুলিশ লাইনস স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা]

- (ক) মিরজাফরকে (খ) মিরনকে
(গ) নবাবকে (ঘ) মিরমর্দানকে

৩৭৬. 'সিরাজউদ্দৌলা এখন কয়েদি, ওয়ার ক্রিমিন্যাল'- উক্তিটি কার? (জ্ঞান) [শরিফপুর সরকারি কলেজ]

- (ক) মিরজাফরের (খ) লর্ড ক্লাইভের
(গ) মিরনের (ঘ) ওয়াটসের

৩৭৭. সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করার জন্য মোহাম্মদী

বেগকে কত টাকা অগ্রিম দিতে হয়? (জান)

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী (বিএন) স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]

- (ক) দুই হাজার (খ) পাঁচ হাজার
(গ) দশ হাজার (ঘ) পনেরো হাজার

৩৭৮. মিরজাফর আলী খাঁ নবাব হবার জন্য যে

মুন্সিফদের সাথে হাত মেলান তারা হলেন—

(অনুসন্ধান) [মজী মুহাম্মদ মুহসীন কলেজ, খালিশপুর, খুলনা]

- i. রাজবল্লভ
ii. জগৎশেঠ
iii. রায়দুর্লভ
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩৭৯. “হেঁড়া গাউন দড়িতে শূকাতে দেয়” ইংরেজ মহিলার

ভাষ্য অনুযায়ী ইংরেজদের পরিস্থিতি হলো —

(অনুসন্ধান) [লোহাগড়া কলেজ, নড়াইল]

- i. দিনের পর দিন এক বেলা খেতে হচ্ছে
ii. প্রায়ই না খেয়ে থাকতে হচ্ছে
iii. অধোরাত্রি এক কাপড় পড়তে হচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩৮০. ভারতবর্ষে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এসেছিল — (অনুসন্ধান)

[সরকাহি প্রিন্সের কলেজ, মুন্সীগঞ্জ; ইসলামাবাদী পার্বত্যক স্কুল
এন্ড কলেজ, কুমিল্লা; নড়াইল পল্লবী ডিগ্রী কলেজ]

- i. ডাচরা
ii. ফরাসিরা
iii. ইংরেজরা
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii